ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয় বিভাগের নাম/	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পর ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) -সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) -সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	৩	৩	০	০	১	৩	৫০% ১০০%	১	২৫.১৫%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা :৩

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ :মূল প্রকল্প প্রণয়নকালে যথাযথ পরিকল্পনা ও ব্যয় প্রাক্কলনে ঘাটতি ছিল বিধায় মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র তুলনায় এর প্রকৃত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

সমস্যা		সুপারিশ	
(১)		(২)	
১	ক) Time over run: "আঞ্চলিক সাবমেরিন টেলিযোগাযোগ প্রকল্প , বাংলাদেশ" প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র তুলনায় এর প্রকৃত বাস্তবায়নকাল অধিক সময় অতিবাহিত হয়েছে। মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের চেয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ২ বছর সময় বেশী (১০০%) ব্যয় হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতার ফলে উপকারভোগীদের প্রকল্পের সুফল পেতে অত্যাধিক বিলম্ব ঘটেছে।	১	প্রকল্প থেকে সঠিক সময়ে সুফল প্রাপ্তি এবং বিনিয়োগকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিজাইন / পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে প্রকল্পের Time over run ও Cost over run না ঘটিয়ে নির্ধারিত ব্যয়ে ও সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করা যায়;
২	"আঞ্চলিক সাবমেরিন টেলিযোগাযোগ প্রকল্প , বাংলাদেশ" প্রকল্পের মেয়াদে ৩ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন ও করছেন। কিন্তু কমিটির মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়নি। পরিকল্পনা বিভাগ হতে জারীকৃত "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি" বিষয়ক পরিপত্র অনুসারে ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পে নিয়মিত এবং কমিটির মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক নির্বাচন করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু এ প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে উক্ত পরিপত্রের বিধান অনুসরন করা হয়নি। এছাড়া ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করায় প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা হয়েছে।	২	প্রকল্পের শুরু হবে মোট ৩ জন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হয়েছে। উন্নয়ন পরিপত্রে প্রকল্প পরিচালক ঘন ঘন পরিবর্তন না করার বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে, একান্ত অপরিহার্য না হলে প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন/বদলী করা যাবে না। ভবিষ্যতে মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
৩.	উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" প্রকল্পের আওতায় ৪০জন কর্মকর্তা এবং ৩১জন কর্মচারী সহ মোট ৭১জন কর্মরত থাকার কথা ছিল এবং	৩.	জনগণের কাছে সার্বক্ষণিক Uninterrupted ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের বিষয়ে প্রশাসনিক

	তাদের বেতন-ভাতাদি বাবদ ৮১১.৬২ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৪০জন কর্মকর্তা এবং ৩১জন কর্মচারী কর্মরত ছিলেন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বাবদ ৬১৪.১৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে অর্থাৎ এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৭৫.৬৭%।		মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।
৪	''ডাক পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ'' প্রকল্পের মেয়াদ ১২ মাস অর্থাৎ ৫০ % সময় বৃদ্ধি করতে হয়েছে । সঠিক কর্ম -পরিকল্পনার অভাবে এটি হয়েছে । পরবর্তীতে সঠিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে;	৪	প্রকল্পের মেয়াদ ১২ মাস অর্থাৎ ৫০ % সময় বৃদ্ধি করতে হয়েছে । সঠিক কর্ম -পরিকল্পনার অভাবে এটি হয়েছে । পরবর্তীতে সঠিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে;

উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন **শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে**

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৮)

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য

১. **প্রকল্পের নাম:** উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন।

২. **প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা/সমীক্ষা):** বিনিয়োগ প্রকল্প।

৩.১ **অর্থায়নের উৎস (জিওবি/ প্রকল্প সাহায্য/জেডিসিএফ/স্ব অর্থায়ন/অন্যান্য):** জিওবি।

৩.২ **উন্নয়ন সহযোগী:** প্রযোজ্য নয়।

৪.১ **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ:** ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

৪.২ **বাস্তবায়নকারী সংস্থা:** বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল)

৫. **(ক) প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:** (লক্ষ টাকা)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়				বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদনের তারিখ	*পরিবর্তন(+/-)	
	মোট	জিওবি	প্র:সা:	নিজস্ব অর্থায়ন			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
মূল	৪৯৯২৮.১৪	৪৯৯২৮.১৪	-	-	জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৬	১৮/০৬/২০১৩	-	-
১ম সংশোধিত	৫৯০৬১.৭৫	৫৯০৬১.৭৫	-	-	জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭	১৬/০৩/২০১৬	৯১৩৩.৬১ (১৮.৩%)	১২ মাস (৩৩.৩৩%)
২য় সংশোধিত	৬২৪৮৯.৩৮	৬২৪৮৯.৩৮	-	-	জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৮	২৩/১১/২০১৭	১২৫৬১.২৪ (২৫.১৫%)	২৪ মাস (৬৬.৬৭%)

(খ)মূল প্রাক্কলনের সাথেক্রমপুঞ্জিত ব্যয় বৃদ্ধির হার (%): ২৫.১৫%।

(গ)মূল প্রাক্কলনের সাথেক্রমপুঞ্জিত মেয়াদ বৃদ্ধির হার (%): ৬৬.৬৭%।

৬. **প্রকল্প এলাকা (সংখ্যায় উল্লেখ করতে হবে):**

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা
৮টি	৬৪টি	৩৪৩টি (ঢাকা ৫৬টি, ময়মনসিংহ ২৯টি, রাজশাহী ৪৬টি, রংপুর ৪৩টি, চট্টগ্রাম ৭০টি, সিলেট ৩০টি, খুলনা ৪০টি, বরিশাল ২৯টি)

৭. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য (বুলেট আকারে সংক্ষিপ্ত):**

- জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা-২০০৯ এর আলোকে দেশের উপজেলা পর্যায়ে ব্রডব্যান্ড/উচ্চগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদান করা;
- উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক উন্নত করা এবং সম্প্রসারণ করা, যাতে ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে ইন্টারনেট সেবার আওতায় সংযুক্ত করা যায়;

- সারাদেশে ব্রডব্যান্ড পেনিট্রেশন বৃদ্ধি করা;
- গ্রামাঞ্চলে টেলিকম এবং তথ্য ও যোগোাযোগ প্রযুক্তি সুবিধা বৃদ্ধি করা; এবং
- দারিদ্রতা দূরীকরণে সাধারণ জনগণের নিকট সঠিক সময়ে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য

৮. অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি: (লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের আইটেম/অঙ্গ	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (আর্থিক)	প্রকৃত আর্থিক অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	জনবল	৮১১.৬২	৬১৪.১৮ (৭৫.৬৭%)	-
২	মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পূনর্বাসন	৪০১.১৬	৪০১.১৬ (১০০%)	
৩	যন্ত্রপাতি মেরামত (ব্যাংক, ট্রান্সপোর্টেশন ব্যয়, টিএডিএ বিল, ইলেক্ট্রিসিটি)	৩৫৭.৫০	৩১৩.৫৭ (৮৭.৭১%)	-
৪	কন্টিঞ্জেন্সী ব্যয় (জ্বালানি,বিদ্যুৎ বিল, অফিস কন্টিঞ্জেন্সী)	৩৩৫.৬৭	৩৩০.৫২ (৯৮.৪৭%)	-
৫	অন্যান্য ব্যয় (ট্যাক্স, ভ্যাট, ল্যান্ডিং চার্জ)	৩৫৭.০২	৩৩৫.৭২ (৯৪.০৩%)	-
৬	স্থানীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং ওএসপি ওয়ার্ক	৫৫১৩৫.২৭	৫৫১৩৪.৫২ (৯৯.৯৯%)	-
৭	বিদেশী যন্ত্রপাতি ক্রয়	৪৫৯১.১৪	৪৫৩৪.৩৪ (৯৮.৭৬%)	-
৮	সিডি/ভ্যাট এবং অন্যান্য শুল্ক	৫০০.০০	৫০০.০০ (১০০%)	-
মোট		৬২৪৮৯.৩৮	৬২১৬৪.০০ (৯৯.৪৮%)	

৯. অর্থবছর ভিত্তিক ডিপিপি সংস্থান, এডিপি বরাদ্দ, অর্থছাড় এবং অর্থব্যয়ঃ (লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	ডিপিপি সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থছাড়	অর্থব্যয়
২০১৩-১৪	২৯৭১.৪৩	২৯৯৯.০০	২৯৯৯.০০	২971.43
২০১৪-১৫	২৪৬৮৩.৫০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২4683.5০
২০১৫-১৬	৫২৩৯.২৫	৫৩৬৭.০০	৫241.75	৫239.24
২০১৬-১৭	১৮৯৪৪.২৯	২১০৯৭.০০	২0344.০০	২0326.5০
২০১৭-১৮	১০৬৫০.৯০	৯২৬৮.০০	৯২10.99	8943.33
সর্বমোট	**৬২৪৮৯.৩৮**	**৬৩৭৩১.০০**	**৬2796.69**	**৬2164.০০**

১০. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায়ক্রমে প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত):

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা	
				হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা
জনাব এস.এম. আতাউল করিম	বিটিসিএল জিএম	১১/১১/২০১৩-২০/০২/২০১৭	নিয়মিত	না	-
জনাব মো: মাঈনুদ্দিন	বিটিসিএল জিএম	২২/০২/২০১৭-৩০/০৬/২০১৮	নিয়মিত	না	-

১১. (ক) ডিপিপি/টিএপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা: ১০টি (পণ্য ০৭টি ও কার্য ০২টি)

(খ) **পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:**

প্যাকেজ	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)		চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)		কাজ সমাপ্তির তারিখ			বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ
	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
কার্য প্যাকেজ-১ লট-১	২৩/০৬/১৪ ৬৬৮৭.০০	১৬/০৯/১৪	২০/০১/১৫	২০/০১/১৫ ৫৮৮৭.০০	৩০/০৬/১৭	৩০/০৬/১৭	৩০/০৬/১৮	-
কার্য প্যাকেজ-১ লট-২	২৩/০৬/১৪ ৭৭৪৩.০০	১৬/০৯/১৪	২০/০১/১৫	২০/০১/১৫ ৬৯৪৩.০০	৩০/০৬/১৭	৩০/০৬/১৭	৩০/০৬/১৭	-
কার্য প্যাকেজ-১	২৩/০৬/১৪	১৬/০৯/১৪	২০/০১/১৫	০৪/০২/১৫	৩০/০৬/১৭	৩০/০৬/১৭	৩০/০৬/১৭	-
কার্য প্যাকেজ-১ লট-৪	২৩/০৬/১৪ ৬১৮৭.০০	১৬/০৯/১৪	২০/০১/১৫	২০/০১/১৫ ৫৫৮৭.০০	৩০/০৬/১৭	৩০/০৬/১৭	৩১/০৩/১৮	-
কার্য প্যাকেজ-২ লট-১	০১/০৪/১৬ ৮১৩.০০	০২/১১/১৬	২২/০২/১৭	১৪/০৬/১৭ ৮০৩.০০	৩১/১২/১৭	১৪/১০/১৭	৩০/০৬/১৮	-
কার্য প্যাকেজ-২ লট-২	০১/০৪/১৬ ১১১৪.০০	০২/১১/১৬	২৩/০২/১৭	২৩/০২/১৭ ৯৩৪.০০	৩১/১২/১৭	২৩/০৬/১৭	৩০/০৪/১৮	-
কার্য প্যাকেজ-২ লট-৩	০১/০৪/১৬ ৫৫৮.০০	০২/১১/১৬	২২/০২/১৭	২২/০২/১৭ ৫২৮.০০	৩১/১২/১৭	২২/০২/১৮	৩১/০৫/১৮	-
কার্য প্যাকেজ-২ লট-৪	০১/০৪/১৬ ১১৬৪.০০	০২/১১/১৬	২৩/০২/১৭	২৩/০২/১৭ ১০৭৫.০০	৩১/১২/১৭	২৩/০৬/১৭	৩১/০৩/১৮	-

১২. অডিট সংক্রান্তঃ

অডিট বছর	আপত্তি সংখ্যা	নিস্পত্তি সংখ্যা	মন্তব্য (অনিস্পন্ন থাকলে)
২০১৪-১৫	০৩	০১	০২টি আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।
২০১৫-১৬	০৫	০২	০৩টি আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।
২০১৬-১৭	০৪	০২	০২টি আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।

গ. প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

১৩. পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণ:

গত ২৭/০৬/২০১৯ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পের চট্টগ্রাম শহর, মহেশখালী উপজেলা এবং রামু উপজেলা'র কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালীন বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড-এর স্থানীয় কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। মহেশখালী'তে যে কক্ষে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে, তা কিছুটা অরক্ষিত বলে প্রতীয়মান হয়। ৩টি স্থানেই প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি'র গায়ে প্রকল্পের তথ্য সম্বলিত কোন লেভেলিং পাওয়া যায়নি। তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতে, প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক দুর্গম এলাকায় ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে এবং বর্তমানে তাদের সেবা প্রদানের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে জনগণের কাছে সার্বক্ষণিক Uninterrupted ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দেয়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় জনবলের ঘাটতি রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় কারণ বিষয়টি Sensitive এবং সার্বক্ষণিক Monitoring করতে হয়।

১৪. সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

প্রকল্প ব্যয় এবং মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্তঃ

প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় বৃদ্ধির হার ১২৫৬১.২৪ লক্ষ টাকা বা ২৫.১৫% এবং ক্রমপুঞ্জিত মেয়াদ বৃদ্ধির হার ২৪ মাস বা ৬৬.৬৭%। অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ক্রয় সংক্রান্ত বিলম্ব, বাস্তবায়ন সুবিধার্থে প্যাকেজ বিভক্তকরণ কাজে বিলম্ব, ১ম ও ২য় অর্থবছরে অপর্যাপ্ত অর্থ প্রাপ্তি, নতুনভাবে ৫৬টি উপজেলা অন্তর্ভূক্তির এবং বিপুল পরিমান Provisional Acceptance Test (PAT) সম্পাদনে বিলম্বের দরুন প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, নতুনভাবে ৫৬টি উপজেলায় অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপনের সিদ্ধান্ত ডিপিপি'তে অন্তর্ভূক্তির দরুন প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি সংক্রান্তঃ

২য় সংশোধিত প্রকল্প দলিল মোতাবেক প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৬২৪৮৯.৩৮ লক্ষ টাকা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যয় হয়েছে ৬২১৬৪.০১ লক্ষ টাকা যা মোট অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়ের ৯৯.৪৮%।

জনবল এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্তঃ

প্রকল্পের আওতায় ৪০জন কর্মকর্তা এবং ৩১জন কর্মচারী সহ মোট ৭১জন কর্মরত থাকার কথা ছিল এবং তাদের বেতন-ভাতাদি বাবদ ৮১১.৬২ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৪০জন কর্মকর্তা এবং ৩১জন কর্মচারী কর্মরত ছিলেন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বাবদ ৬১৪.১৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে অর্থাৎ এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৭৫.৬৭%। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় ১২জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং ২০জনকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

যানবাহন সংক্রান্তঃ

প্রকল্পের আওতায় ডিপিএম পদ্ধতিতে ৭টি পিক-আপ ভ্যান এবং ৩টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে এবং এ বাবদ ডিপিপি'তে ৪৭৬.৭৪ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি শেষে গত ৩০/০৬/২০১৮ তারিখে প্রকল্পের যানবাহনগুলো বিটিসিএল-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়।

অডিট সংক্রান্তঃ

প্রকল্পের ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের অডিট সম্পাদিত হয়েছে। মোট ১২টি আপত্তি প্রদান করা হয়েছে, এর মধ্যে ০৫টি আপত্তি নিষ্পন্ন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ০৭টি আপত্তি নিষ্পন্নের জন্য ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রয়-কার্যক্রম সংক্রান্তঃ

ডিপিপি'তে পণ্য সংক্রান্ত ৭টি এবং কার্য সংক্রান্ত ২টি প্যাকেজ রয়েছে। প্যাকেজগুলোর ক্রয় কার্যক্রম অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে সময় বিলম্ব পরিলক্ষিত হয়। সঠিক সময়ে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করলে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন পড়ে না। এ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষতি (Economic Loss) হ্রাস পায়।

সার্বিক অগ্রগতি সংক্রান্তঃ

পিসিআরে বর্ণিত তথ্য মোতাবেক শতভাগ কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে অর্থাৎ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

পিসিআর প্রদানে বিলম্বঃ

প্রকল্পটি ৩০/০৮/২০১৮ তারিখে সমাপ্ত হয় কিন্তু প্রকল্পের পিসিআর ১১/০৬/২০১৯ তারিখে আইএমইডি'তে প্রেরণ করা হয়, যা কাম্য নয়। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে প্রকল্পের পিসিআর আইএমইডি'তে প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি।

প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণঃ

প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদনে Financial এবং Economic Cost-Benefit-এর হিসাব দেখানো হয়েছে। কিন্তু প্রকল্পের প্রতিবেদনে Financial এবং Economic Cost-Benefit হিসাব করার সময় হিসাবের সুবিধার্থে কিছু বিষয়ে Assumptions ধরা হয়, যা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু উল্লেখ করা আবশ্যক।

১৫. প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির চিত্রঃ



চিত্র: প্রকল্প এলাকা চট্টগ্রাম'র কার্যক্রম পরিদর্শন।



চিত্র: প্রকল্প এলাকা রামু ও মহেশখালী'র কার্যক্রম পরিদর্শন।

১৪. সুপারিশ/মতামত:

(ক) জনগণের কাছে সার্বক্ষণিক Uninterrupted ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

(খ) যেহেতু প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত যন্ত্রপাতিসমূহ Sensitive, সেহেতু যন্ত্রপাতিসমূহের রক্ষণাবেক্ষণে সার্বক্ষণিক Monitoring ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন।

(গ) প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি'র গায়ে প্রকল্পের তথ্য সম্বলিত লেভেলিং প্রদানের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

(ঘ) পরবর্তীতে প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডি'তে প্রেরণের বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

(ঙ) সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে অডিট আপত্তিগুলোর নিস্পত্তি করার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

(চ) প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদনে এবং প্রকল্প দলিলে Financial এবং Economic Cost-Benefit হিসাব করার সুবিধার্থে ব্যবহৃত Assumptions-গুলো উল্লেখ করতে হবে।

"আঞ্চলিক সাবমেরিন টেলিযোগাযোগ প্রকল্প, বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্পের **সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**
(সমাপ্ত: জুন' ২০১৮)

১। প্রকল্পের নাম: "আঞ্চলিক সাবমেরিন টেলিযোগাযোগ প্রকল্প, বাংলাদেশ"।

২। প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ / কারিগরি সহায়তা / সমীক্ষা): বিনিয়োগ প্রকল্প।

৩। অর্থায়নের উৎস (জিওবি / প্রকল্প সাহায্য /জেডিসিএফ /স্বঅর্থায়ন /অন্যান্য):জিওবি, প্রকল্প সাহায্য ও সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন।

৩.১। উন্নয়ন সহযোগী: আইডিবি।

৪। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় / বিভাগ: ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

৪.১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিমিটেড (বিএসসিসিএল)।

৫। (ক) প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়				বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ	পরিবর্তন (+/-)	
	মোট	জিওবি	প্র: সা:	অন্যান্য			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
মূল	৬৬০৬৪.৩৪	১৬৬০০.০০	৩৫২০০.০০	১৪২৬৪.৩৪	জুলাই, ২০১৪হতেজুন, ২০১৬	১২/০৫/১৫	--	২ বছর ১০০%
১ম সংশোধিত	৬৬০৬৪.৩৪	১৬৬০০.০০	৩৫২০০.০০	১৪২৬৪.৩৪	জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭	২৩/৬/১৬		
২য় সংশোধিত	৬৬০৬৪.৩৪	১৬৬০০.০০	৩৫২০০.০০	১৪২৬৪.৩৪	জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৮	২৪/০৭/১৭		

(খ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় বৃদ্ধির হার: প্রযোজ্য নয়।

(গ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত মেয়াদ বৃদ্ধির হার: ১০০%।

৬। প্রকল্প এলাকা:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা	সমগ্র বাংলাদেশ
বরিশাল	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	--	--

প্রকল্পের পটভূমি:

দূরবর্তী স্থানের সাথে যোগাযোগ, বিশেষত: ডেটার আকারে টেলিযোগাযোগ আধুনিক বিশ্বে অত্যাবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যাতে ফাইবার অপটিক সাবমেরিন ক্যাবলের ভূমিকাকে মানবদেহের ধমনীর সাথে তুলনা করা যায় । সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেম ছাড়া গতিসম্পন্ন, অত্যাধুনিক এবং নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট তথা বৈশ্বিক যোগাযোগ ভাবাই যায়না । আধুনিক সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেম আন্তর্জাতিক ডেটার ৯৭ ভাগ বহন করে এবং অন্যান্য অনেক যোগাযোগ মাধ্যমের চেয়ে অপটিক্যাল ফাইবারের অনেক বেশি ব্যান্ডউইডথ বহন করার সক্ষমতা রয়েছে ।

২০০৫ সালে' সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠা' প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার থেকে শাখা (Branch) ক্যাবলের মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে অবস্থিত মূল (Core) ক্যাবলের সাথে যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সর্বপ্রথম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া - মধ্যপ্রাচ্য পশ্চিম ইউরোপ - ৪ (এই সিরিজের ৪ নম্বর ক্যাবল)অর্থাৎ সিমিউই-৪ ক্যাবল সিস্টেমের সাথে যুক্ত হয়। সিমিউই-৪ কনসোর্টিয়াম ক্যাবলটি সিঙ্গাপুর থেকে শুরু হয়ে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, সংযুক্ত আরবআমিরাত, সৌদিআরব, মিশর, ইতালি, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া হয়ে ফ্রান্সের মার্সেই-তে গিয়ে শেষ হয় । উক্ত প্রকল্পের কাজ ১৩ডিসেম্বর, ২০০৫-এ সম্পন্ন হয়।

'আঞ্চলিক টেলিযোগাযোগ প্রকল্প, বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে সিমিউই-৪ ক্যাবলের এর উপর নির্ভরশীল ছিল, যা যেকোন ভাবে কাটা পড়লে বা রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য বন্ধ রাখতে হলে বিপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতো এবং আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সেবা ব্যাহত হবার কারণে দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়তো। সে কারণে বাংলাদেশ সরকার একটি নতুন সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেমের পরিকল্পনা করে যা সিমিউই-৪ এর বিকল্প হিসেবে কাজ করবে। উল্লিখিত প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার সিমিউই-৫ ক্যাবল কনসোর্টিয়ামে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিমিটেড (বিএসসিসিএল) কে ২৪ ডিসেম্বর, ২০১১-তে এ বিষয়ক সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করার সুপারিশ করে। যার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ০৭ মার্চ, ২০১৪-তে সিমিউই-৫ কনসোর্টিয়ামের সাথে বাস্তবায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (C&MA) চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তির পরবর্তী কার্যক্রম মোতাবকে কনসর্টিয়াম পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ ৬ জুন, ২০১৪ খ্রিঃ হতে শুরু হ য়েছে। ২০১৫ সালের ১২ মে প্রকল্পটি ৬৬০৬৪.৩৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্তে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ ০২ বছর বর্ধিত করে বাস্তবায়নপূর্বক জুন ২০১৮ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়।

৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

(ক) বিদ্যমান সিমিউই-৪ ক্যাবলে outage এর ক্ষেত্রে বিকল্প সাবমেরিন সংযোগ অর্জন;

(খ) সাবমেরিন ক্যাবলের নতুন রুট ও গন্তব্য স্থল অর্জন;

(গ) গ্রাহকদের জন্য পুনঃস্থাপনযোগ্য সংযোগ প্রদানের অফারের ফলে বেশী আয় অর্জন;

(ঘ) নতুন গন্তব্যসহ অতিরিক্ত ব্যান্ডউ ইডথ অর্জন;

(ঙ) তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কিত সেবাসমূহ যেমন কলসেন্টার, ডাটা এন্ট্রি, সফটওয়্যার রপ্তানি ইত্যাদির বিকাশের জন্য রিডানডেন্সি প্রদান করা; এবং

(চ) দেশের অভ্যন্তরে সাশ্রয়ী ব্যান্ডউইথ প্রদান এবং ইন্টারনেটের প্রসার।

০৮। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :** সরবরাহ ও সেবা, যন্ত্রপাতি মেরামত ও সংরক্ষণ, সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়, টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম, কনসালটেন্সি, গাড়ীক্রয়, অফিস সরঞ্জাম ও , ভূমি অধিগ্রহণ/ ক্রয়, আসবাবপত্র, নির্মাণ ও পূর্ত, উন্নয়ন আমদানী শুল্ক, ও ভ্যাট ইত্যাদি ।

০৯। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি :** প্রকল্পটির সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় **৬৬০৬৪.৩৪** লক্ষ টাকা। প্রাপ্ত পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে **৫৮৯৬১.৫৩** লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮৯%।

১০। **প্রকল্প অফিস পরিদর্শন ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ :**

বিগত ২৯/০৬/২০১৯ তারিখে আইএমইডি'র উপ-পরিচালক, জনাব মশিউর রহমান কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়। এ সময়ে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

১১।ক. অঙ্গ ভিত্তিক অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অংগের নাম	একক	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষমাত্রা		জুন ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(১০)	(১১)
			বাস্তব (পরিমান/সংখ্যা)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
	(ক) রাজস্ব ব্যয়:					
	সরবরাহ ও সেবা	-	-	১১৮.৫২	১০০%	১১০.৯৪ (৯৪%)
	যন্ত্রপাতি মেরামত ও সংরক্ষণ	-	-	৭.০০	৯৫%	৪.৮৬ (৬৯%)
	থোক বরাদ্দ	-	-	২০.০০	১০০%	১৯.৯৬ (১০০%)
	উপমোট রাজস্ব ব্যয়:			১৪৫.৫২	১০০%	১৩৫.৭৬(৯৩%)
	(খ) মূলধন ব্যয়:					
	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম	লট	-	৫৫৬৬৬.৯৭	১০০%	৫২৭৯২.৬১ (৯৫%)
	কনসালটেন্সি			৪৭.০০	১০০%	৩৪.৯১ (৭৪%)
	গাড়ীক্রয়	সংখ্যা	২টি	১২০.০০	১০০%	১১৪.৪৪ (৯৫%)
	অফিস সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র	লট	-	৪৮.১০	৩৫%	১৮.০৯ (৩৮%)
	অন্যান্য	লট	-	৮৫৬.৫৫	১০০%	৮৫০.২৫ (৯৯%)
	ভূমি অধিগ্রহণ/ ক্রয়			৮০০.০০	১০০%	৭৫০.৪৪ (৯৪%)
	নির্মাণ ও পূর্ত		বিল্ডিং, আবাসিকভবন,	৩৯৯১.৫৯	৯৭%	৩৪৮৮.৯২ (৮৭%)
	উন্নয়ন আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট	-	-	১২৭২.০০	১০০%	৭৫৬.৯৫ (৬০%)
	বিবিধ মূলধন ব্যয়	-	-	৫০.০০	--	১৯.১৬ (৩৮%)
	উপমোট: মূলধন (খ)	**-**	**-**	**৬২৮৫২.২১**	**--**	**৫৮৮২৫.৭৭ (৯৪%)**
	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	-	-	১৩২০.০০	--	--
	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	-	-	১৭৪৬.৬১	--	--
	সর্বমোট: (রাজস্ব ও মূলধনব্যয়)			**৬৬০৬৪.৩৪**	**১০০%**	**৫৮৯৬১.৫৩ (৮৯%)**

১১।খ. অর্থবছর ভিত্তিক ডিপিপি / টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	ডিপিপি / টিপিপি সংস্থান *	এডিপি / আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড় (%) (জিওবি)	প্রকৃত ব্যয় (%)
২০১৪-১৫	জিওবি: ০০	-	-	-
	আরপিএ:১৪২৪৭	-	-	-
২০১৫-১৬	জিওবি: ১৪০০০	১৪০০০	১৪০০০	১৪০০০
	আরপিএ: ১১০০৬	২৫২৬৫	২৫২৬৫ **	২৫২৫২
২০১৬-১৭	জিওবি: ২৬০০	২৬০০	২৬০০	২৬০০
	আরপিএ: ৯৯৪৮	৯৯৩৫	৭২৩৯ **	৪৪৩৫
২০১৭-১৮	--	--	-	-
সর্বমোট		**৬৬০৬৪.৩৪**	১৬৬০০.০০ (জিওবি)	**৫৮৯৬১.৫৩ (৮৯%)**

১২। (ক) ডিপিপি / টিএপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা : পণ্যের ক্ষেত্রে ২টি গাড়ীসহ ৬টি , কার্যের ৪টি ও পূর্ত কাজের পরামর্শক এর কাজ ৩টি।

(খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য (প্রধান কাজ সমূহ):

প্যাকেজ	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ ও চুক্তিমূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ
			চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
১। সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন		০৭/০৩/২০১৪	জুলাই, ২০১৬	ডিসেম্বর, ২০১৬	
২। ল্যান্ড ডেভলপমেন্ট ও বাউন্ডারী ওয়াল	২৩/০২/২০১৪খ্রি: এবং ৫,৮৯,০৭৭৪০.৯০	২১/০৪/২০১৪ খ্রি: এবং ৪,৫৯,৭২,২৩০.০০	অক্টোবর, ২০১৪	নভেম্বর, ২০১৪	বৃষ্টিপাত, ঈদুলফিতর, ঈদুল আযহা ইত্যাদি;
৩। ফাংশনাল বিল্ডিং	০৬/০৮/২০১৪ খ্রি: এবং ২০,৬২,৪৮০৪৩.০০	২৮/০৯/২০১৪ খ্রি: এবং ১৬,৯৭,৭৫১৯২.০০	সেপ্টেম্বর, ২০১৫	ডিসেম্বর, ২০১৫	বন্দর হতে আমদানিকৃত মালামাল (ACP) খালাসে বিলম্ব; হরতাল ও অবরোধের কারণে সাইটে প্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহে বিলম্ব;
৪। অন্যান্য পূর্ত কাজ (রেষ্ট হাউজ, অফিসার্স কোয়ার্টার, ডরমেটরী বিল্ডিং, সিকিউরিটি ব্যারাক, সিকিউরিটি পোষ্ট এবং পুকুরের ঘাট নির্মাণ ইত্যাদি)	২৯/০৩/২০১৬খ্রি: এবং ২০,১১,৫৪৮৩০.৩৯	২২/০৮/২০১৬খ্রি: এবং১৬,৩২,৫৫,৮৫৬.৮০	আগস্ট, ২০১৭	জুন, ২০১৮	সিপিটিইউ ও মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশনা; মালামাল সংগ্রহ ও সরবরাহে বিলম্ব;
৫। পাওয়ার সাপ্লাই, জেনারেটর, এয়ারকন্ডিশনার ও অন্যান্য	০৭/০৯/২০১৫ খ্রি: এবং ৯,৮৯,৯৮,৩৯৭.০০	০২/১২/২০১৫ খ্রি: এবং ৭,৯৯,৪৯,০০০.০০	মার্চ, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি বিলম্বে সরবরাহ ও বন্দর হতে খালাসে দেরী; পল্লী বিদ্যুত কর্তৃক মূল বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদানে বিলম্ব;
৬। বীচ ম্যান হোল কন্সট্রাকশন এবং মেইনডাক্ট	০৭/০৯/২০১৫ খ্রি: এবং ৩,৩৫,৩৯,১৩০.৩৬	২৬/১১/২০১৫ খ্রি: এবং ২,২৩,২৪,৫৪০.০০	ফেব্রুয়ারি, ২০১৬	এপ্রিল, ২০১৬	সড়ক ও জনপথ বিভাগের জমি সংক্রান্ত জটিলতা;
৭। ইন্টারনাল ড্রেইন কন্সট্রাকশন ও ল্যান্ড ডেভলপমেন্ট	২৭/১২/২০১৫ খ্রি: এবং ১,১৭,৯৪,৮৭৭.৮৮	২১/০৩/২০১৬ খ্রি: এবং ৮৯,১৮,১৭৮.০০	জুলাই, ২০১৬	জুলাই, ২০১৬	প্রযোজ্য নয়;

১৩। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায়ক্রমে প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত):

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও আইডি নং	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/ অতিরিক্ত)	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কিনা	
				হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা
মো: জাহাঙ্গীর আলম	বিএসসিসিএল, উপ-মহাব্যবস্থাপক	০২/০৩/১৪ হতে ২৩/০৮/১৫ পর্যন্ত	নিয়মিত	না	প্রযোজ্য নয়
পারভেজ মনন আশরাফ	বিএসসিসিএল, উপ-মহাব্যবস্থাপক	২৪/০৮/১৫ হতে ২১/০১/১৮পর্যন্ত	নিয়মিত	না	প্রযোজ্য নয়
মোহাম্মদ জাকিরুল আলম	বিএসসিসিএল, উপ-মহাব্যবস্থাপক	২১/০১/১৮ অপরাহ্ন হতে অদ্যাবধি	অতিরিক্ত	না	প্রযোজ্য নয়

১৪। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:**

পরিকল্পিত	অর্জন
০১. বাংলাদেশের জন্য বিকল্প সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ তৈরি করা যা সিমিউই-৪ সাবমেরিন ক্যাবল বিচ্ছিন্ন হলে বা রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য বন্ধ রাখতে হলে তার পরিপূর্ণ বিকল্প হিসেবে কাজ করবে;	০১. সিমিউই-৫ ক্যাবল সিস্টেমের সফল উদ্বোধনের পর বাংলাদেশের ইন্টারনেট এবং আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর বিকল্প ব্যবস্থা অর্জিত হয়েছে। সিমিউই-৫ সিস্টেমটি ব্যান্ডউইডথের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি সিমিউই-৪ সিস্টেমের বিকল্প হিসেবে সফলভাবে কাজ করে চলেছে। অক্টোবর, ২০১৭ এবং মে, ২০১৮ -এসিমিউই-৪ -এর রিপিটার প্রতিস্থাপনের সময় সিমিউই-৫ এর মাধ্যমে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী বিকল্প সার্কিট চালু করা হয়েছে মর্মে পিসিআরএ উল্লেখ করা হয়েছে;
০২. নতুন আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগের মাধ্যমে যোগাযোগ বহুমুখীকরণ;	০২. বিএসসিসিএল, সিমিউই-৫ ক্যাবল সিস্টেমের মাধ্যমে বাংলাদেশের কুয়াকাটায় অবস্থিত নিজস্ব ল্যান্ডিং স্টেশনছাড়া ও সিঙ্গাপুর , শ্রীলংকা, জিবুতি, সৌদিআরব, মিশর, ইতালি এবং ফ্রান্সে অবস্থিত ল্যান্ডিং স্টেশনের মাধ্যমে সেবা প্রদান করতে সক্ষম ।
০৩. গ্রাহক দের বিকল্প/ প্রতিস্থাপন যোগ্য সার্কিট সরবরাহ করার মাধ্যমে বাড়তি আয়ের সুযোগ;	সিমিউই-৫ সিস্টেমে সংযোগের মাধ্যমে বিএসসিসিএল তার নিজের এবং গ্রাহকদের জন্য নতুন নতুন দেশে আন্ত: সংযোগ এবং আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সেবার সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। সিমিউই -৫ সিস্টেমের সার্কিটের মাধ্যমে টিয়ার -১ ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী এবং ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে বিএসসিসিএল তারআইপি-ট্রানজিটনেট ওয়ার্কের সক্ষমতা আ রো সমৃদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছে। এছাড়া ও , সিমিউই-৫ এর মাধ্যমে সিঙ্গাপুর , মাসেই (ফ্রান্স) এবং পালেরমো (ইতালি)-তে থাকা PoP (Point of Presence) এর সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হওয়ায় বিএসসিসিএল স্বয়ং সম্পূর্ণ ভাবে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করতে পারছে মর্মে পিসিআরএ উল্লেখ করা হয়েছে;;
	০৩. সিমিউই-৪ সিস্টেমের কক্সবাজার, চেন্নাই এবং সিঙ্গাপুর সেগমেন্টে অক্টোবর ২০১৭ ,এবং মে ২০১৮-এরিপিটার পরিবর্তন কাজ চলারসময়ে গ্রাহকদের বিকল্প সার্কিট যোগানের মাধ্যমে বিএসসিসিএল'র পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারেট সংযোগ নিশ্চিত এবং বাড়তি রাজস্ব আয় করা সম্ভব হয়েছে এবং অধিকাংশ টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠান বিকল্প সার্কিটগুলো স্থায়ী ভাবে ব্যবহার করায় সিমিউই -৫ সিস্টেমের ব্যবহার বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে পিসিআরএ উল্লেখ করা হয়েছে;
০৪. দেশের চাহিদা মেটাতে বাড়তি ব্যান্ড উইডথ অর্জন এবং আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সেবার বহু মুখী করণ;	০৪. সিমিউই-৫ ক্যাবলের মাধ্যমে ১৫০০ জিবিপি এসব্যান্ড উইডথ পাওয়ার পর বিএসসিসিএল – এর সর্বমোট সিস্টেম ক্যাপাসিটি ২০০ জিবিপি এস থেকে বেড়ে ১৮০০ জিবিপি এস হয়েছে। সিমিউই-৫ সিস্টেম বর্তমানে ৪০০ জিবিপিএস (প্রকল্প সম্পাদন রিপোর্টের সময় পর্যন্ত) ব্যান্ড উইথ সরবরাহের জন্য প্রস্তুত যা কমপক্ষে ১৫০০ জিবিপিএস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। এই বাড়তি ক্যাপাসিটির মাধ্যমে বিএসসিসিএল বাংলাদেশের ইন্টারনেট ব্যান্ড উইডথের বাড়তি চাহিদা পূরণে সক্ষম এবং ভবিষ্যতে বিভিন্ন আপগ্রেডে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত ক্যাপাসিটি আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব মর্মে পিসিআরএ উল্লেখ করা হয়েছে;
০৫. আইসিটি সম্পর্কিত সার্ভিস যেমন - কলসেন্টার, সফটওয়্যার রপ্তানি, ডেটা এন্ট্রি , ফ্রিল্যান্সিং, ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সেবার বিকল্প মাধ্যম নিশ্চিত করণ এবং	০৫. আইসিটি সম্পর্কিত সেবা প্রদান কারী প্রতিষ্ঠান গুলো এখন সিমিউই-৪ এবং সিমিউই-৫ উভয়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সংযোগ পাওয়ায় উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের ব্যবসায়িক সক্ষমতা তাদের সম্ভাব্য গ্রাহকের কাছে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে পিসিআরএ উল্লেখ করা হয়েছে; এবং
০৬. ব্যান্ড উইডথের মূল্যহ্রাস এবং গ্রাহকের দোর গোড়ায় ব্যান্ড উইডথ সেবা পৌঁছানো	০৬. বিটিআরসি'র পরি সংখ্যান অনুযায়ী জুন, ২০১৩ থেকে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ইন্টারনেট ব্যবহার কারী সংখ্যা ৩.৬ কোটি থেকে ৮.৮ কোটিতে পৌঁছেছে যার ফলে বাংলাদেশের টেলি –ঘনত্ব বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পায়েছে। সিমিউই-৫ এর সফল উদ্বোধনের পর বিএসসিসিএল ইন্টারনেটের মূল্য কমানোয় প্রান্তিক ব্যবহার কারীদের ইন্টারনেটে সংযুক্ত হওয়ার ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। মে, ২০১৩- এর ট্যারিফ অনুসারে ঢাকায় বিএসসিসিএল আইআইজি'র ১০ জিবিপিএ সবা এর চেয়ে উপরের স্তরের গ্রাহক দের প্রতি এমবিপি এস এর জন্য মাসিক খরচ ছিল ১৯৬৯ টাকা, যাবর্ত মানে অনুমোদিত ট্যারিফ অনুসারে মাত্র ৪২৯ টাকা। এছাড়া, এই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের বিস্তার বৃদ্ধি এবং ইন্টারনেট সংযোগের মানের উন্নতি সাধিত হয়েছে মর্মে পিসিআরএ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫। প্রকল্পের প্রভাব (প্রত্যক্ষ):

এসএমডব্লিউ-৫ সিস্টেম থেকে ১৫০০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইডথ পাওয়ার পর বাংলাদেশের সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যান্ডউইথ সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮০০ জিবিপিএস হয়েছে । এসএমডব্লিউ-৫ সিস্টেমের মাধ্যমে RTD (Round-trip Delay) হ্রাস পাওয়ায় আন্তর্জাতিক সংযোগের গুণগতমান উন্নত হয়েছে এবং বিএসসিসি এল কেতার গ্রাহকদের কাছে স্বল্পমূল্যে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করতে সমর্থ করেছে। এসএমডব্লিউ-৫ সিস্টেমের RTD এসএমডব্লিউ -৪ সিস্টেমের তুলনায় অনেক কম যা ইন্টারনেট সেবার মান বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, এসএমডব্লিউ-৫ এর মাধ্যমে ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে সিঙ্গাপুর ও ফ্রান্সের মধ্যকার RTD প্রায় ৪৫ এবং ১৪০ মিলিসেকেন্ড, অপর দিকে এসএমডাব্লিউ-৪ এর মাধ্যমে যায থা ক্রমে ৫৫ এবং ১৬০ মিলিসেকেন্ড (প্রায়)।

এসএমডব্লিউ-৫ –এর ল্যান্ডিং স্টেশন সমূহ হতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক PoP (Point of Presence)-এর সাথে সকল সংযোগ সংক্রান্ত কার্যক্রম কন সোর্টিয়াম দ্বারা পরিচালিত হয় এবং উক্ত PoP সমূহের প্রতিটি তেল্যান্ডিং স্টেশন সমূহের চাহিদা অনুযায়ী ক্যাপাসিটি সংরক্ষিত রয়েছে ,যেখান এসএমডব্লিউ-৪ সিস্টেমে, বাংলাদেশি টেলিকম অপারেটরদের বৈদেশিক মুদ্রাব্যয়করেবিদেশী প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে সেসবসংযোগস্থাপন করতে হতো। এসএমডব্লিউ-৫- এর এই বৈশিষ্ট্যর কারণে বিএসসিসিএল তার গ্রাহক গণ কে End -to- End সেবা প্রদান করতে পারছে এবং উক্ত গ্রাহকদের জন্য One -Stop Shop হিসাবেকাজ করতে সক্ষম হচ্ছে ।যার ফল শ্রুতি তেবি এসসিসিএল- এর পক্ষে সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেমের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিসেবা প্রদান করতে সক্ষম হওয়ায় বিএসসিসিএল আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

প্রকল্পটি কম খরচে উচ্চগতি এবং মান সম্পন্ন ইন্টারনেট সরবরাহের মাধ্যমে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো গঠনে অবদান রাখছে। দেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলে মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট সুবিধাদি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান চাহিদা রয়েছে। এ প্রকল্প বিপুল পরিমাণ ব্যান্ডউইথ সরবরাহ করার মাধ্যমে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট ব্যবসায় প্রতিযোগিতা তৈরিতে সফল ভূমিকা পালন করে চলেছে। ২০১৮ সালের জুন পর্যন্ত, বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সংখ্যা ছিল ৮৭.৭৯মিলিয়ন (২০১৩ সালে যাছিল ৩৫.৬৩মিলিয়ন) যা মোট জনসংখ্যার ৫২.৭৭%।বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য হলো ২০২১ সালের মধ্যে ১০০% ইন্টারনেট সংযোগ এবং ৫০% ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন। এই বাড়তি ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপনের ফলে অনেক কর্মক্ষেত্র তৈরী করা সম্ভব হবে যা দেশের জিডিপি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

১৬। প্রকল্পটির বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব (পরোক্ষ):

গত কয়েক বছরে তরুণ বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের সফ্টওয়্যার শিল্পে উন্নতির ঊর্ধ্বমুখী ধারা দৃশ্যমান। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪,৫০০ নিবন্ধিত সফটওয়্যার কোম্পানি এবং আইটি পরিসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এছাড়া, কয়েকশত ছোট এবং হোম-ভিত্তিক সফটওয়্যার ও আইসিটি সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় বাজারে ব্যবসা করছে। আনুমানিক ৩,০০,০০০ এর ও বেশী পেশাদার জনবল যার সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ আইসিটি এবং অন্যান্য শিক্ষায় শিক্ষিত এ শিল্পে নিযুক্ত রয়েছে। এছাড়া, আইটি সেক্টরে ৬,৫০,০০০ এর ও বেশি জনবল ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করছে।

বাংলাদেশে আইসিটি শিল্পকে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য বাংলাদেশ সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক আইটিপার্ক প্রতিষ্ঠা করেছে। এসএমডব্লিউ-৫ ক্যাবল সিস্টেম টি বাংলাদেশের এসব আইটি পার্ক এবং আইটি পরিসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার জন্য আবশ্যকীয় উন্নতমানের ব্যান্ডউইথ সরবরাহের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংযোগ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

১৭। (ক) পরিদর্শনকৃত এলাকা: কুয়াকাটা সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন ও বিচম্যান হোল।

(খ) পূর্ববর্তী পরিদর্শনকারীর নাম ও তারিখ: ক) জনাব আবদুল্লাহ-আল-মাসুদ, সহকারী পরিচালক, জনাব মোহাম্মদ সাইফুর

রহমান,সহকারী পরিচালক, জনাব মো: রফিকুল আলম, পরিচালক, তারিখ: ২২/০৫/২০১৭, ২৩/০৬/২০১৬ ও ২৮/০৪/২০১৮ খ্রি:।

১৮। **সার্বিক পর্যবেক্ষণ:**

প্রকল্পটি মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শনের নিমিত্ত আইএমইডি কর্তৃক গত ২৬/০৬/২০১৯ তারিখে প্রকল্পটির প্রকল্প স্থান পরিদর্শন করা হয় |পরিদর্শনের সময় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে মত বিনিময় করা হয়| ইন্টারনেট সংযোগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে প্রকল্পটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রকল্পের মাধ্যমে উচ্চ গতি ও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ইন্টারনেটের জন্য দ্বিতীয় সাবমেরিন লাইন স্থাপন করা হয়েছে। এ লাইনটি কক্সবাজার দিয়ে আসা সাবমেরিন লাইনের বিকল্প হিসেবে কাজ করবে এবং ঢাকাসহ উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সাথে ইন্টারনেট সংযোগ সহজ হবে। পরিদর্শনকালীন প্রকল্পের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা এবং সরেজমিন পরিদর্শনে নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণসমূহ পাওয়া যায়:

১৮.১। **ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা:** এ প্রকল্পের মেয়াদে ৩ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন ও করছেন। কিন্তু কমিটির মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়নি। পরিকল্পনা বিভাগ হতে জারীকৃত "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি" বিষয়ক পরিপত্র অনুসারে ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পে নিয়মিত এবং কমিটির মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক নির্বাচন করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু এ প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে উক্ত পরিপত্রের বিধান অনুসরন করা হয়নি। এছাড়া ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করায় প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা হয়েছে।

১৮.২। **প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত কাজ সংক্রান্ত তথ্য:** প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৮পর্যন্ত । সর্বশেষ ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি **৫৮৯৬১.৫৩** লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৮৯ %। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে RADP তে কোন বরাদ্দ ছিল না। প্রকল্প পরিদর্শনের সময় দেখা যায়, বিএসসিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে ৩ তলা বিশিষ্ট রেস্ট হাউস এবং ৩ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের আওতায় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের কাজ SEA-ME-WE-5 কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে |গত ১০ সেপ্টেম্বর , ২০১৭ খ্রি: তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ২য় সাবমেরিন ক্যাবলের উদ্বোধন করেন। পরিদর্শনে দেখা যায়, প্রকল্পের আওতায় সবগুলো অংগের কাজ শেষ হয়েছে। ডিপিপিতে প্রাক্কলিত অর্থ সম্পূর্ণ ব্যয় না করে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে, এ কারণে আর্থিক অগ্রগতি ৮৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

১৮.৩। **সাবমেরিন ক্যাবলের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ:** প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত সাবমেরিন ক্যাবলটি কুয়াকাটা পর্যটন হোটেলের বাউন্ডারীর মধ্যে সাগর অংশের ক্যাবল এসে ল্যান্ডের ক্যাবলের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। ২য় সাবমেরিন ক্যাবলের ল্যান্ডিং স্টেশন পর্যটন হোটেল হতে ৬/৭ কি:মি: দূরে প্রত্যন্ত এলাকায় নির্মাণ করা হয়েছে। সাগর হতে আগত ক্যাবল যেখানে ল্যান্ডের ক্যাবলের সাথে সংযুক্ত হয়েছে, সে স্থানে বিএসসিসিএল এর কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই এবং ল্যান্ডিং স্টেশনের নিরাপত্তার জন্য অর্গানোগ্রামে পর্যাপ্ত জনবল দেখানো নেই। ২য় সাবমেরিন ক্যাবলের ল্যান্ডিং স্টেশন, ল্যান্ড অংশে মাটির নিচে স্থাপিত ক্যাবল, সমুদ্র তীর হতে পর্যটন হোটেল পর্যন্ত মাটির নিচে স্থাপিত সাবমেরিন ক্যাবলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন।

১৮.৪। **Time over run:** প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র তুলনায় এর প্রকৃত বাস্তবায়নকাল অধিক সময় অতিবাহিত হয়েছে| মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের চেয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ২ বছর সময় বেশী (১০০%) ব্যয় হয়েছে| প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতার ফলে উপকারভোগীদের প্রকল্পের সুফল পেতে অত্যাধিক বিলম্ব ঘটেছে|

১৮.৫| অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য: গত ১৬/০৬/২০১৭ ইং তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন করা হয় এবং দুই (১৮) টি আপত্তি সাধারণ অনুচ্ছেদ হিসেবে দেয়া হয়। আপত্তিগুলোর মধ্যে ০৭ টি অনুচ্ছেদের আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়। অবশিষ্ট ১১টি আপত্তির ব্রডশিট জবাব নিষ্পত্তির প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে পিসিআর পর্যবেক্ষনে পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৮.৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:** বিদ্যমান সিমিউই -৪ ক্যাবলে outage এর ক্ষেত্রে বিকল্প সাবমেরিন সংযোগ অর্জন ; সাবমেরিন ক্যাবলের নতুন রুট ও গন্তব্য স্থল অর্জন ; গ্রাহকদের জন্য পুনঃস্থাপনযোগ্য সংযোগ প্রদানের অফারে র ফলে বেশী আয় অর্জন; নতুন গন্তব্যসহ অতিরিক্ত ব্যান্ডউ ইডথ অর্জন; তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কিত সেবাসমূহ যেমন কলসেন্টার, ডাটা এন্ট্রি, সফটওয়্যার রপ্তানি ইত্যাদির বিকাশের জন্য রিডানডেন্সি প্রদান করা এবং দেশের অভ্যন্তরে সাশ্রয়ী ব্যান্ডউইথ

প্রদান এবং ইন্টারনেটের প্রসার ঘটেছে। প্রকল্পেরএইসবকার্যক্রমবাস্তবায়নেরমাধ্যমেপ্রকল্পেরউদ্দেশ্য অর্জন করা হয়েছেবলে প্রতীয়মানহয়।

১৮.৭। **সম্পদ রেজিষ্টার সংরক্ষণ:** এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশি বিদেশী বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয় করা হয়েছে। এসব যন্ত্রপাতি ও মালামাল সম্পদ রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পরিদর্শনের সময় প্রকল্পটির সম্পদ রেজিষ্ট্রার যাচাই করে যন্ত্রপাতি ও মালামাল সঠিক পাওয়া গেছে।

১৯। প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির চিত্র ও বর্ণনা:

<table>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>নির্মিত ফাংশনাল বিল্ডিং ।</td><td>নির্মিত বাউন্ডারী ওয়াল ।</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ল্যান্ড ক্যাবলের চিত্র।</td><td>নির্মিত অফিসার্স কোয়ার্টার।</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ল্যান্ডিং স্টেশনের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ।</td><td>সাবমেরিন ও ল্যান্ড ক্যাবলের সংযোগ স্থান।</td></tr>
</table>

২০। **সুপারিশ/ মতামত:**

২০.১। এ প্রকল্পের মেয়াদে ৩ জন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হয়েছে এবং কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত হননি। মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রাক্কলন সম্বলিত পরবর্তী প্রকল্পে নিয়মিত ও কমিটির মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক নির্বাচন করে পদায়নের জন্য যথারীতি দাপ্তরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২০.২। বিএসসিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে ৩ তলা বিশিষ্ট রেস্ট হাউস এবং ৩ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের কাজ SEA-ME-WE-5 কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত ভবনসমূহ এবং ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালামালের সঠিক সংরক্ষনের জন্য লগবুক, সম্পদ রেজিষ্ট্রার ও দর্শনার্থী রেজিষ্ট্রার চলমান রাখতে হবে এবং ট্যাগিং নাম্বার দিতে হবে।

২০.৩। সাবমেরিন ক্যাবলের ল্যান্ডিং স্টেশন এবং সাগর হতে আগত ক্যাবল ও ল্যান্ডের ক্যাবলের সংযোগস্থলে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২০.৪। প্রকল্প থেকে সঠিক সময়ে সুফল প্রাপ্তি এবং বিনিয়োগকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিজাইন / পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে প্রকল্পের Time over run ও Cost over run না ঘটিয়ে নির্ধারিত ব্যয়ে ও সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করা যায়;

২০.৫। প্রকল্পের বিভিন্ন অর্থবছরে কয়েকটি অডিট সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ১৮ টি আপত্তির মধ্যে ৭টি নিষ্পত্তি হয়েছে। এখনো ১১টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। অডিট আপত্তিগুলোর মধ্যে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করে আইএমইডি'কে জানাতে হবে।

২০.৬। প্রকল্পের শুরু হবে মোট ৩ জন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হয়েছে। উন্নয়ন পরিপত্রে প্রকল্প পরিচালক ঘন ঘন পরিবর্তন না করার বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে, একান্ত অপরিহার্য না হলে প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন/বদলী করা যাবে না। ভবিষ্যতে মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

২০.৭। অনুচ্ছেদ ২০.১ হতে ২০.৬ পর্যন্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাবলী মন্ত্রণালয় কর্তৃক আগামী ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে আবশ্যিকভাবে আইএমইডিকে অবহিত করবে।

ডাক পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত :জুন, ২০১৮)

০১. প্রকল্পের নামঃ ''ডাক পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ''

০২. বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

০৩. উদ্যোগী বিভাগ/মন্ত্রণালয়ঃ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

০৪. প্রকল্পের প্রাক্কলিত এবং প্রকৃত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের%)
মূল সর্বমোট টাকা প্র:সা: সংস্থার নিজস্ব	সর্বশেষ সংশোধিত সর্বমোট টাকা প্র:সা: সংস্থার নিজস্ব	সর্বমোট টাকা (জিওবি + সংস্থার নিজস্ব) প্র:সা:	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭৮৩২.৯৪	_	৬৯৬৯.৩৮	জুলাই ২০১৫ - জুন' ২০১৭	_	জুলাই ২০১৫ জুন' ২০১৮		১২ মাস (৫০%)

০৫. প্রকল্পের অবস্থান: সমগ্র বাংলাদেশ।

৬. প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য :

৬.১ পটভূমিঃ

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ডাক বাছাই ও পরিবহন ব্যবস্থার জন্য আরএমএস ই-ডিভিশন, খুলনা (উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চল) আরএমএস ডি ডিভিশন, ঢাকা (কেন্দ্রীয় ও পূর্বাঞ্চল) এবং এয়ার এন্ড সর্টিং বিভাগ (বিদেশগামী ও বিদেশ থেকে আগত ডাক দ্রব্য বাছাই) এই ০৩টি ডিভিশন রয়েছে। এই আরএমএস সার্ভিসগুলো (Railway Mail Service)রেল চলাচলের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে দেশে সড়ক ও মহাসড়কের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হওয়ায় স্থল পথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের অভাবনীয় সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি ডাক পরিবহন ব্যবস্থারও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু বাংলাদেশ ডাক বিভাগ শুধুমাত্র ঢাকা-রাজশাহী, খুলনা-বরিশাল এবং খুলনা-সাতক্ষীরা এই তিনটি সড়ক পথে মাত্র ০৩টি যানবাহনের মাধ্যমে নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থায় ডাক পরিবহন করে। ফলে মেইল মোটর চুক্তির মাধ্যমে বেসরকারি পরিবহনে ১৮,২৬৬ কিলোমিটার পথে দৈনিক ডাক পরিবহন করতে হচ্ছে। অন্যদিকে রেল পথের মাধ্যমে ৪,৪৭৬ কিলোমিটার ও স্টীমারের মাধ্যমে ২,৪৯৮ কিলোমিটার ডাক পরিবহন করা হলেও তা রেল ও স্টীমারের সময়ের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় ডাক বিভাগ ক্রমান্বয়ে গতিহীন হয়ে পড়ে।

পক্ষান্তরে দেশে কুরিয়ার সার্ভিসগুলো সড়ক পথে নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে বাজার দখল করে নিচ্ছে। পরিবহন ব্যবস্থার সনাতন পদ্ধতি হতে বের হতে না পারলে ডাক বিভাগ গ্রাহকদের কাংখিত সেবা প্রদানে সক্ষম হবে না। বর্তমানে সারা বিশ্বব্যাপী পার্সেল ও লজিস্টিক সার্ভিসের ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। কিন্তু ডাক অধিদপ্তরের নিজস্ব পরিবহনে ব্যবস্থা না থাকায় পার্সেল ও লজিস্টিক সার্ভিস পরিবহন করতে পারছে না। এতে বেসরকারি ডাক পরিবহন ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ কাঙ্খিত ডাক সেবা প্রতিযোগিতায় ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে। এর ফলে দেশের সাধারণ মানুষকে অতিরিক্ত মাশুল দিয়ে বেসরকারি কুরিয়ারের মাধ্যমে তাদের পণ্য পরিবহন করতে হয়।

ডাক বিভাগের পার্সেল, চিঠিপত্র প্রভৃতি ডাক দ্রব্য গ্রাহকের নিকট পৌঁছানোর জন্য নির্দিষ্ট মান রয়েছে যা সময় দ্বারা নির্ধারিত। বাংলাদেশের পাশ্ববর্তী ভারত, পাকিস্তান, ভুটান ইত্যাদি দেশগুলো Universal Postal Union (UPU) কর্তৃক নির্ধারিত মান যথাযথভাবে অনুসরণ করছে। কিন্তু ডাক বিভাগের পরিবহন ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে আন্তর্জাতিক মান রক্ষা করতে পারছে না। ফলে দেশী বিদেশী গ্রাহকগণ কাংখিত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ডাক অধিদপ্তরের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালী ও আধুনিক হলে গ্রামীণ জনগণের সাথে শহরে জনগণের মধ্যে পণ্য পরিবহনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। ফলে বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে গ্রহণ করা হয়।

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তরের জন্য মোট বিভিন্ন প্রকারের ১১৮টি যানবাহন ক্রয় করা হয় । এর মধ্যে ৫টনি ১১টি কাভার্ড ভ্যান, ৩ টনি ৩০টি কাভার্ড ভ্যান ও ১.৫ টনি ২০টি কাভার্ড ভ্যান, ১ টনি ১০টি কাভার্ড ভ্যান এবং ৯টি পিকআপ ভ্যান অর্থাৎ মোট ৮০টি গাড়ীর মাধ্যমে ৬৪টি জেলা শহর, ২০০টি উপজেলা, ৩০০টি সাব পোস্ট অফিস, ১০০০টি শাখা ডাকঘর এবং ৩৬টি এমএন্ডএসও (মেইল এন্ড সর্টিং অফিস) সংযুক্ত করে ডাক পরিবহন করা হয় । অবশিষ্ট ৩৮টি গাড়ির মধ্যে ৩৫টি ক্যাশ ওয়াগন দিয়ে নগদ অর্থ পরিবহন এবং৩টি ৭ টনি কাভার্ড ভ্যান দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশে স্ট্যাম্প পরিবহন করা হচ্ছে।

৬.২ উদ্দেশ্যঃ

(ক) ডাক পরিবহন ও বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ;
(খ) বিদ্যমান রেল পরিবহন এবং ব্যক্তিখাতে ভাড়ায় ডাক পরিবহনের নির্ভরতা হ্রাসকরণ;
(গ) বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আর্থিক সেবাসমূহকে শক্তিশালীকরণ এবং
(ঘ) যানবাহনসমূহের বাণিজ্যিক ব্যবহারের মাধ্যমে ডাক অধিদপ্তরের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।

৭. **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :**

- বিভিন্ন ক্যাটাগিরির ১১৮টি গাড়ি ক্রয়;
- গ্যারেজ নির্মাণ।

৮। প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন : মূল ডিপিপি গত ১৫-০৯-২০১৫ খ্রি. তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

৯. প্রকল্পের অগ্রগতি :

৯.১ আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্পের মোট আর্থিক অগ্রগতি ৮৮.৯৮%। কোন আইটেমেই ১০০% অগ্রগতি সম্ভব হয়নি।

Items of work	Unit	Target	Actual Progress	% of Total	Reasons for deviation (±)
1	2	3	4	5	6
Manpower	no.	276.63	100.21	36.23	-
Allowance	LS	48.69	1.19	2.44	-
Supplies & Services	LS	383.06	214.44	55.98	-
Maintenance	LS	118.00	2.09	1.77	-
Acquisition of Assets	no.	6810.11	6591.55	96.79	-
Construction of Garage	no.	80.69	59.9	74.23	
Price & Physical Contingency		115.76	0	0.00	-
Total		7832.94	6969.38	88.98	

৯.২ বাস্তব অগ্রগতি

প্রকল্পের মোট বাস্তব অগ্রগতি পরিমাপ করতে পারেনি। তবে ১১৮টি গাড়ীর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১১৮টি গাড়ীই ক্রয় করা হয়েছে অর্থাৎ এ আইটেমে ১০০% অগ্রগতি সম্ভব হয়ছে। গ্যারেজ নির্মাণের অগ্রগতি প্রায় ৮২%।

Items of work	Unit	Target	Achievement	% of Total	Reasons for deviation (±)
1	2	3	4	5	6
Manpower	no.	129	129	100	-
Allowance	LS	LS	LS		-
Supplies & Services	LS	LS	LS		-
Maintenance	LS	LS	LS		-
Acquisition of Assets (Vehicle)	no.	118	118	100	-
Construction of Garage	no.	33	27	81.82	Lack of proper space for construction of Garage.
Total					

১০.০ প্রকল্পের Audit সংক্রান্তথ্যঃ পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী কোন অডিট আপত্তি নেই।

১১.০ প্রকল্প এলাকার কতিপয় স্থির চিত্রঃ

চিত্র ও বর্ণনা	চিত্র ও বর্ণনা
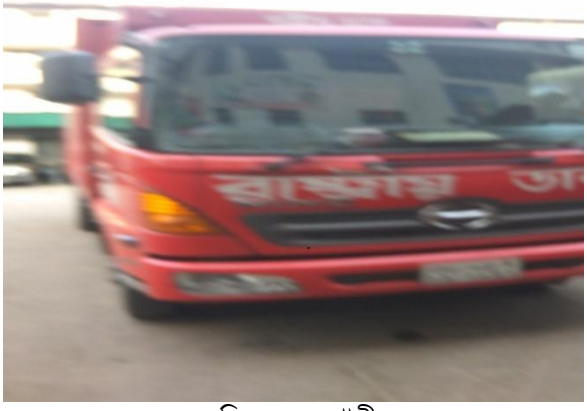 চিত্র-১: বড় গাড়ী	 চিত্র-২: মাঝারী গাড়ী
 চিত্র-৩: ক্যাশ ওয়াগন	 চিত্র-৪: ছোট উনমুক্ত গাড়ী

১২. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

নিম্নবর্ণিত প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের দায়িত্ব পালন করেছেন।

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	দায়িত্বের ধরন	সময়কাল
১	মোঃ হারুনুর রশীদ	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	২৫/০৪/২০১৬-৩১/০৬/২০১৮

১৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
(ক) ডাক পরিবহন ও বিতরণ ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ;	(ক) ডাক পরিবহন ও বিতরণ ব্যবস্থার শক্তিশালী হয়েছে।	(ক) নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে ডাক আদান-প্রদান করায় পরিবহন ও বিতরণ ব্যবস্থার শক্তিশালী হয়েছে।
(খ) বিদ্যমান রেল পরিবহন এবং ব্যক্তিখাতে ভাড়ায় ডাক পরিবহনের নির্ভরতা হ্রাসকরণ;	(খ) বিদ্যমান রেল পরিবহন এবং ব্যক্তিখাতে ভাড়ায় ডাক পরিবহনের নির্ভরতা হ্রাসহয়েছে।	(খ) সরকারের রাজস্ব ব্যয় হ্রাসহয়েছে। অপরদিকে পরিবহন ও বিতরণ ব্যবস্থার শক্তিশালী হয়েছে।
(গ) বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আর্থিক সেবাসমূহকে শক্তিশালীকরণ	(গ) বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আর্থিক সেবাসমূহ শক্তিশালীহয়েছে।	(গ) পরিবহন ও বিতরণ ব্যবস্থার শক্তিশালী হওয়ার কারণে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
(ঘ) যানবাহনসমূহের বাণিজ্যিক ব্যবহারের মাধ্যমে ডাক অধিদপ্তরের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।	(ঘ) যানবাহনসমূহের বাণিজ্যিক ব্যবহারের মাধ্যমে ডাক অধিদপ্তরের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিহয়েছে।	(ঘ) বাণিজ্যিক ব্যবহারের ফলে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে ডাক বিভাগের আর্থিক কর্ম-কান্ড গতিশীল হয়েছে।

১৪. সার্বিক পর্যবেক্ষণঃ

১৪.১ প্রকল্পের মোট আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৮৮.৯৮%। কোন আইটেমেই ১০০% অগ্রগতি সম্ভব হয়নি। তবে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি করতে হয়নি যা ভালদিক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এর ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে সচেষ্ট হওয়ার জন্য বাস্তবায়নকারীকে অনুরোধ করা যায়;

১৪.২ প্রকল্পের মোট বাস্তব অগ্রগতি পরিমাপ করতে পারেনি। তবে ১১৮টি গাড়ীর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১১৮টি গাড়ীই ক্রয় করা হয়েছে অর্থাৎ এ আইটেমে ১০০% অগ্রগতি সম্ভব হয়ছে। গ্যারেজ নির্মাণের অগ্রগতি প্রায় ৮২%। সকল আইটেমে ১০০% বাস্তব অগ্রগতি অর্জনে চাহিদা ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রয়োজন। পরবর্তীতে সকল আইটেমে ১০০% বাস্তব অগ্রগতি অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে;

১৪.৩ প্রকল্পের মেয়াদ ১২ মাস অর্থাৎ ৫০ % সময় বৃদ্ধি করতে হয়েছে । সঠিক কর্ম -পরিকল্পনার অভাবে এটি হয়েছে । পরবর্তীতে সঠিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে;

১৪.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে আউটপুট কিভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে তা ব্যাখা করতে পারেনি। পরবর্তীতে আউটপুট ও আউটকাম উদ্দেশ্য অর্জনে কিভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে তা বর্ণনা করতে হবে;

১৪.৫ ক্যাশওয়াগন গাড়িসমূহের সামনে লোহার গ্রীলের খাঁচা থাকায় গাড়ি চালনায় অসুবিধা হয়। যা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। ক্যাশওয়াগন গাড়িসমূহের সামনে লোহার গ্রীলের খাঁচা না রাখাই ভাল হতে পারে। সেজন্য পরবর্তীতে ক্যাশওয়াগন

গাড়িসমূহের সামনে লোহার গ্রীলের খাঁচা না রাখাই বিষয়টি যাচাই করে বাস্তবায়নকারী সঙস্থা প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।

১৫. সুপারিশ/মন্তব্য :

১৫.১ প্রকল্পের মোট আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৮৮.৯৮%। কোন আইটেমেই ১০০% অগ্রগতি সম্ভব হয়নি। তবে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি করতে হয়নি যা ভালদিক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এর ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে সচেষ্ট হওয়ার জন্য বাস্তবায়নকারীকে অনুরোধ করা হচ্ছে;

১৫.২ প্রকল্পের মোট বাস্তব অগ্রগতি পরিমাপ করতে পারেনি। তবে ১১৮টি গাড়ীর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১১৮টি গাড়ীই ক্রয় করা হয়েছে অর্থাৎ এ আইটেমে ১০০% অগ্রগতি সম্ভব হয়ছে। গ্যারেজ নির্মাণের অগ্রগতি প্রায় ৮২%। সকল আইটেমে ১০০% বাস্তব অগ্রগতি অর্জনে চাহিদা ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রয়োজন। পরবর্তীতে সকল আইটেমে ১০০% বাস্তব অগ্রগতি অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে;

১৫.৩ প্রকল্পের মেয়াদ ১২ মাস অর্থাৎ ৫০ % সময় বৃদ্ধি করতে হয়েছে । সঠিক কর্ম -পরিকল্পনার অভাবে এটি হয়েছে । পরবর্তীতে সঠিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে;

১৫.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে আউটপুট কিভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে তা ব্যাখা করতে পারেনি। পরবর্তীতে আউটপুট ও আউটকাম উদ্দেশ্য অর্জনে কিভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে তা বর্ণনা করতে হবে;

১৫.৫ ক্যাশওয়াগন গাড়িসমূহের সামনে লোহার গ্রীলের খাঁচা থাকায় গাড়ি চালনায় অসুবিধা হয়। যা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। ক্যাশওয়াগন গাড়িসমূহের সামনে লোহার গ্রীলের খাঁচা না রাখাই ভাল হতে পারে। সেজন্য পরবর্তীতে ক্যাশওয়াগন গাড়িসমূহের সামনে লোহার গ্রীলের খাঁচা না রাখাই বিষয়টি যাচাই করে বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।